স্বদেশ মল্লিক নামে একজন বিদেশী

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

আমেরিকান এয়ার লাইন্সের প্লেন থেকে নেমে দমদম এয়ার পোর্টের হোটেল অশোকে উঠেছিল স্বদেশ মল্লিক। আমেরিকান অফিস থেকে ওকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল কমোডিটি ইনভেস্টিগেশনের জন্য। তিন দিনের এই জরি কাজ সেরে স্বঃমল্লিক এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটি হলুদ ট্যাক্সি ধরে বেনসন এন্ড হেজেস সিগারেট ধরিয়ে পায়ের উপর পা না-তুলে এলিয়ে দেয় ভারী সুঠাম শরীরটা যে শরীর থেকে প্যারিসের লারিয়েল পারফিউম ছড়িয়ে পড়ছে। যে কোর্ট প্যান্ট টাই সার্ট পরে আছে স্বঃ মল্লিক তার বিজ্ঞাপণের ভাষাটা এই রকম Reid & Taylor Luxury Suitings' : 'BOND WITH THE BEST'. ট্যাক্সি দমদম স্টেশনে থামে।

আগে থেকেই ডলার ভাঙানো ছিল। ফলত একটা পঞ্চাশ টাকার দেশি নোট দিয়ে খুচরো টাকা পয়সা না নিয়ে সে টিকিট কাউন্টারে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে কয়কজন সফিসটিকেটেড মহিলা এবং ছাত্রছাত্রী ছ'ফুট লম্বা--চওড়া বুক স্বদেশ মল্লিকের সাহেবি শরীরটা উপভোগ করছে। আবার কিছু শীর্ণ দীর্ণ অগোছালো বিশুদ্ধ নাগরিকে রাও বিদেশি স্বদেশকে লক্ষ্য করছিল। স্বদেশ কিন্তু সরাসরি হলুদ ট্যাক্সি ধরে টানা সোদপুরে মার সাথে দেখা করতে নিজের বাড়িতে বা অন্যভাবে বলা যায় তার পৈতৃক ভিটেতে আসতে পারতো। কিন্তু আসেনি, কারণ প্রায় তিরিশ বছর আগে কলেজ-য়ুনিভারসিটি লাইফে স্বদেশ লোকাল ট্রেনেই যাতায়াত করত। সেই স্মৃতি সুখের আস্বাদ নিতে সে লোকালে যাওয়া স্থির করেছে।

দশটাকা দিয়ে এবং বাকি পয়সা ফেরত না নিয়ে সোদপুরের টিকিট কেটে পাল্টে-যাওয়া দমদম স্টেশন দেখতে দেখতে সে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতেই একটা লোকাল ঢুকে পড়ে। সামান্য ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠে পড়তে স্বদেশকে বেগ পেতে হয় না। ট্রেন ছাড়ে। সেই ময়লা লুঙ্গি পরা-পাজামা পরা হকার, হাতে এখন কেউ কেউ সস্তাদামের ব্যাটারি ঘড়ি পরেছে। তিনটাকায় দুটো কমলালেবু, দেখতে কালো খেতে ভালো রাংতায় মোড়ানো আমলকির চাটনি, দশটাকায় তিনটি পেন দুটি ফ্রি, বিক্রি করছে এরকম দৃশ্য আগেও ছিল এখনও আছে। স্বদেশের পাশে দাঁড়ানো একজন নিত্যদিনের যাত্রী পাঁচটি পেন হাতে নিয়ে বলে, 'একেবারে রেনাল্ডস, পিয়েরি গার্ডিন, প্যান্টালের মতো দেখতে, কমপিটিশনে টিকে থাকার লড়াই। এরা দশটাকায় দিচ্ছে। আর ওরা এরকম পাঁচটা পেন একশটাকায় দেয়। কত মুনাফা আমাদের দেশ থেকে ওরা ভালমানুষটি সেজে কেড়ে নিচ্ছে শালা বিায়ন! স্বদেশ একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, আগে ওর যৌবনে এই যাত্রীটির কথায় অন্য যাত্রীরা সায় দিত এবং কথার পর কথা বাড়তে থাকতো। আর এখন সবাই চুপচাপ। ওদের মুখ থেকে স্বদেশি ভাষা কারা যেন কেড়ে নিয়েছে, কিংবা কিসের চাপে যেন ওদের মুখের ভাষা থেত্লে গেছে।

সোদপুর নেমে প্রথমেই স্বদেশ যায় নান্টুর পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে। এই নান্টুদার দোকান থেকেই সে কলেজ লাইফে বিড়ি সিগারেট ধারে নগদে খেত। সেই নান্টুদা শীতের দুপুরেও হাতকাটা ময়লা গেনজি গায়ে লুঙ্গি পরে একই ভঙ্গিতে বসে পান সেজে যাচ্ছে। মাথায় এখন পাকাচুল বেশি, কালোচুল কম। এখন আরো মোটা হয়েছে। ভুঁড়ি হয়েছে। আগের মতোই চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। কপালের মাঝখান দিয়ে সিঁথি চলে গেছে মাথার শেষে।

পান না খেলেও আজ হঠাৎ আবেগের টানে পান চিবোনোর ইচ্ছে জাগে স্বদেশের। একটি মিঠে পানের কথা বলে স্বদেশ প্রশ্ন করে, 'নান্টুদা চিনতে পারছো? আমি স্বদেশ'। নান্টুদা চিনতে পারেনি, একবার তাকায় মাত্র। স্বদেশ আরও ফরসা হয়েছে। যদিও কালো ভাবটা এখনও শরীর থেকে ফুরিয়ে যায় নি। অতীতের রোগা পাতলা স্বদেশ এখন মেদবর্জিত স্বাস্থ্যবান হয়েছে। নান্টুদা হাসে, উত্তর দেয় না। হঠাৎ নিজের ডাক নামটা স্বদেশের মনে পড়ে যায়। বিশবছর ডাক নামে কেউ ডাকে না। আমেরিকান বন্ধুরা ওকে ব্ল্যাক স্টেলোন নামে ডাকে। স্বদেশ দেশি নামটা নান্টুদাকে মনে করিয়ে দেয়, 'আমি সন্তু।' নামটা শোনার পরেও নান্টুদা মেশিনের মতো দু'হাতে পান সাজতে সাজতে স্বদেশের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার প্রোফেশনাল হাসিটা মুখে ধরে রাখে, কথার উত্তর দেয় না। দেখে, ফ্রেঞ্চকাট কাঁচা-পাকা দাড়ি, চোখে দামি চশমা। নান্টু দা রে-বেনের চশমা বোঝে না। তার কানে এসেছে বিদেশি চশমায় দেশের বাজার ছেয়ে গেছে। তিন/চার হাজারে পাওয়া যায়। স্বদেশের মাথায় দামি সাহেবি গলফ্ ক্যাপ। শরীরে জোভান মাক্স-এর সুগন্ধি। নান্টু জোভান মাক্স-এর নাম শোনে নি। তার দোকানের পাশে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক হয়। সেখান থেকে সে জানতে পেরেছে, বিদেশি পেন, সেন্ট, সাবান, মেয়েদের রূপচর্চার নানারকম দ্রব্যাদিতে দেশের বাজারে ছেয়ে গেছে। দেশের ব্যবসা লাটে উঠেছে। স্বদেশের বিশাল বিদেশি চেহারা নান্টুদা চিনতে পারে না। তবু সাহেবের মুখে 'নান্টুদা' শুনে দু'একবার তাকিয়েছে। স্বদেশ আর নিজের পরিচয় দেয় না। শখের মিঠা পানটা মুখে পুরে বিশ টাকার একটি নোট দিয়ে বাকি পয়সা ফেরত না নিয়ে 'ত্রিশ বছর আগে তুমি আমার কাছে এক প্যাকেট বিড়ির দাম পেতে' বলেই লাইনে দাঁড়ানো প্রথম রিক্সায় উঠে বসে। অটোতে ওঠে না।

বুড়ো হলেও স্বদেশ রিক্সাওয়ালা জয়দেবকে চিনতে পারে চুলের টেরিকাটা দেখে। তবে এখন যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগা চেহারাটা দেখে একটু ভুল হতে পারত। সেই ছেঁড়া

রঙ-চটা নীল ফতুয়া, সেই ময়লা চেক লুঙ্গি। রিক্সাটা কিছুদূর যাবার পর স্বদেশ প্রশ্ন করে, 'কি জয়দেব কাকু, আমাকে চিনতে পারছো? আমি স্বদেশ। ডাক নাম সন্তু।' বিদেশিদের মতো বিশাল চেহারার এই লোক টাকে স্বদেশ নামে চিনতে পারছে না জয়দেব। জয়দেব উত্তর দিল না। চুপচাপ রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে। জয়দেবের গলায় আগের মতোই বৈষ্ণব কণ্ঠি মালা লক্ষ্য করে স্বদেশ, পুনরায় বলে, 'মনে আছে আটখানা পয়সা নিয়ে প্রায় বিশবছর আগে তোমার সাথে আমার কি তক্কাতক্কি! লোক জড়ো হয়ে গেছিল।' বৃদ্ধ জয়দেবের মনে নেই। তবে এরকম একজন সাহেব 'কাকু' বলায় সে একবার তাকিয়েছিল। স্বদেশ তখন লক্ষ্য করেছিল একটা ভোঁতা হাসি, জয়দেবের টিনের কৌটার মতো এবড়ো খেবড়ো মুখে। রিক্সা থেকে নেমে একটা বিশ টাকার নোট জয়দেবের হাতে দিয়ে বলে, 'ভাঙানি দিতে হবে না।' বলেই গলির মুখে ঢুকে পড়ল। জয়দেবের রোদে শুখা আমসীর মতো কালো মুখে তাক লাগানো হতবাক বিস্ময়। কিছু সময়ের জন্য সাহেবটাকে খুঁজতে চেষ্টা করে অতীতের বাঙালি পরিবেশে। তারপর দ্রুত অতীত পরিবেশ থেকে ফিরে এসে ওষুধের দোকানে চলে যায় বৌয়ের রক্ত আমাশার টেবলেট কিনতে।

কিছুদূর এগোবার পরই স্বদেশ দেখতে পেল, সেই পরিতোষদার বেড়ার ঘরে কাঠের ফার্ণিচারের দোকানটা এখনও আছে। পরিবর্তন, আগে যুবক ছিল, এখন বার্ধক্যের সীমানায় অবস্থান করছে। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে, 'পরিতোষদা চিনতে পারছো?' বিস্ময়ের পাপড়ি থেকে বেরিয়ে আসে পরিতোষদার আহত উজ্জ্বল চোখ দুটি। পরিতোষদা চুপচাপ দেখে পুনরায় স্বদেশ বলে, 'আমি স্বদেশ। যখন টেনে পড়তাম তোমার দোকান থেকে সস্তা দামের টেবিল মাথায় করে নিয়ে গেছিলাম। পাঁচ মাসে বাবা শোধ করেছিল।' এরপরেও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরেও পরিতোষ তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা স্বদেশ মল্লিক নামে একজন বিদেশির ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে রে-বেনের রোদ চশমা, একরাশ ডাই করা কালোচুল, পরনে ডেনিমজিনস-গায়ে বেনেটন সার্ট,এরকম লোকটাকে স্বদেশ বলে চিনতে পারছেন না, অথচ কথাগুলি সত্যি। পরিতোষদার শুকনো নদীর নীরবতা বুঝতে পেরে স্বদেশ এগিয়ে যায়। আর পরিচয় দেয় না। পরিতোষদা ঠোঁটে বিড়ি গুঁজে দু' হাতের তালুতে আগুন আটকে বিড়ি ধরায়। একটান দিয়ে ভাবে, 'স্বদেশ স্বদেশ, এ কোন স্বদেশ!'

এবার স্বদেশ বাড়ির কাছে প্রায় এসে গেছে। সিরাজের দর্জির দোকানটা পেরোলেই রাধামোহন মল্লিকের একতলা বাড়ি। তাঁরই বড় ছেলে স্বদেশ মল্লিক দর্জির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে ত্রিশবছরের একটি যুবক মেসিন চালাচ্ছে। রাধামোহন মল্লিক এই 'রূপ বদল' দর্জির দোকান থেকেই পূজোর সময় তিনপুত্রের জামাপ্যান্ট বানিয়ে দিতেন। এরপর মাসে মাসে টাকা শোধ করতেন। স্বদেশ সিরাজকাকুর দর্জির দোকানের যুবককে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি সিরাজকাকুর ছেলে? পাশের বাড়ির বড় ছেলে স্বদেশ মল্লিকের নাম শুনেছ

? আমার ছোট ভাই হিতেশ-বীরেশ এখনও কি তোমাদের দোকান থেকে প্যান্ট সার্ট তৈরি করে?' কথার জবাব না দিয়ে যুবক মেশিন চালিয়ে যাচ্ছে যেন স্বদেশকে আপনজন বলে মনে করল না সিরাজ কাকুর ছেলে।

নিজের বাড়ির সামনে বা পৈতৃক বাড়ির সামনে স্বদেশ মল্লিক দাঁড়ায়। অতিরিক্ত সম্পদ চেতনায় স্বদেশের মনে হল সে যেন নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় নি। স্বদেশের মনে হল, সে যেন একসময় আমার এক বাবা ছিল ও মা ছিল' ওদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'রক্তের টান বড়ই দায়' এই ভাবনার মধ্যে স্বদেশ কি ঢুকতে পেরেছিল। সে এখনও বাড়ির ভেতর ঢোকেনি। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশ প্রিয় রমণীর বিরহে কাতর কমনীয় মুখের দিকে যে ভাবে তাকায় ঠিক সেভাবে সে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে বাড়ির আকাশি রঙটা উঠে গেছে, পলেস্তারা খসে পড়েছে বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে, ভগ্নস্তূপের মতো পুরনো বাড়ি করে ফেলেছে। অথচ কোন দিন মা-ভাইরা আমেরিকান দাদার কাছ থেকে টাকা চায় নি সংসারের উন্নতির জন্য বা বাড়িটা সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। স্বদেশও স্বইচ্ছায় একটা পয়সাও পাঠায় নি। এবার স্বদেশের নজর কেড়ে নেয় বাড়িটার নেমপ্লেট। বাড়িটার নাম 'ভূমিসূত্র'। শ্বেত পাথরে খোদাই করা, এখনও স্পষ্টতায় জ্বল জ্বল করছে। এবার স্বদেশ গ্রিলের গেট খুলে ভেতরে যায়। স্বদেশ কড়া নাড়ে। এ বাড়িতে কলিং বেল নেই, বাবা পছন্দ করতেন না। খট্ খট্ কড়া-নাড়া বাবা পছন্দ করতেন। বাবা বলতেন, 'কলিংবেল দেশের উন্নতির কাজে লাগে না। বিদেশের প্রযুক্তি দেশের উন্নতির কাজে লাগে।' ওদের প্রযুক্তি বাবা পছন্দ করতেন। স্বদেশকে তিনবার কড়া নাড়তে হয়েছিল আধমিনিট বাদে বাদে। সে সময় বাবা চলে এসেছিল ওর মনের মধ্যে দেড় মিনিটের জন্য। দরজা খুলে যায়। দশ-সাত-এগারো বছরের দুটি ছেলে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। এরকম একজন বিদেশির মতো লম্বা চওড়া টানটান চেহারার লোককে দেখে একটু থমকে যায়। এরকম একটা লোক তাদের বাড়িতে আসতে পারে ভাবতেই পারছে না রাধামোহন মল্লিকের নাতি-নাতনিরা। তারপর বড়টি প্রশ্ন করে, 'কাকে চাই'।

স্বদেশ ঘরের ভিতর ঢুকে সাত বছরের ছেলেটিকে বুকের কাছে তুলে বলে, 'আমি তোমাদের জ্যেঠু। তোমরা নিশ্চয় হিতেশ রীতেশের ছেলেমেয়ে। তোমাদের বাবা-মা কোথায়?' ছেলেটি কোলে থাকতে চাইছে না। স্বদেশ নামিয়ে দেয়। পরে দিদির আঙুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। গুঁড়ো সাবানের ফেনার মতো একরকম বিস্ময় কেটে যাবার পর অচেনা-অতিথিকে মেয়েটি বলে, 'বাবারা অফিসে, মায়েরা স্কুলে। ঠাম্মা আছে।' ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তেই স্বদেশ লক্ষ্য করে, লাল মেঝেতে ছড়ানো মুড়ি, কয়েকটা খুদে জিলিপির টুকরো। বালিকার কথা শুনেই স্বদেশ মল্লিক নামে একজন বিদেশি 'মা মা। আমি স্বদেশ। অনেকদূর আমেরিকা থেকে তোমাকে দেখতে এসেছি' চিরায়ত মা-ডাকার কণ্ঠস্বরে বলতে বলতে মা'র ঘরে যায়। দেখে মা একটি মলিন বিছানায় একটি মলিন থান পরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখ দুটো ছানি অপারেশনের জন্য তুলো ও সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা আছে যেন মহাভারতের গান্ধারী। তারপর স্বদেশের মা বলেন, 'গলা শুনে আমি তোমাকে চিনতে পারছি না বাবা।' এটা কি মায়ের কোন প্রকার অভিমান, নাকি বিশবছরের বেঁচে থাকা তীব্র জীবনসংগ্রামে স্বার্থপর বড়ছেলের কণ্ঠস্বর স্বইচ্ছায় ভুলে যাওয়া, যে বড়ছেলে আমেরিকায় চলে যাবার পর বাবার মৃত্যুতেও আসেনি সংবাদ পেয়েও, আমেরিকার বড় ছেলে নিতে জানে, দিতে জানে না!

স্বদেশ আর কোন কথা না বলে, মাকে প্রণাম না করে রাধামোহন মল্লিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে একটা রিক্সা নিয়ে সোদপুরের লোকসংস্কৃতি ভবন পেরিয়ে বিটি রোডে নামে। সেখান থেকে একটা হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টের হোটেল অশোকে ফিরে যায়।

সেখান থেকে আগামীকাল আমেরিকান এয়ার লাইন্সের প্লেন ধরে বিদেশে স্থায়ী বাসস্থানে চলে যাবে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com